লুপ্তপ্রায় পেশা : **ভিস্তি**

কালো চামড়ার বালিশের মত 'মশক' ভরে যারা জল দিয়ে যেত তাদের বলা হত ভিস্তি, অনেকে আবার ভিস্তিওয়ালা বলে থাকেন৷ বিংশ শতকের প্রথম কয়েক দশক পর্য্যন্ত এই ব্যবসার প্রচলন ছিল৷ বর্ত্তমানে এই পেশা বিলুপ্তপ্রায়৷ এক কালে যুদ্ধের সময় সৈন্যরা ভিস্তিতে জল রাখত৷ ব্রিটিশদেরও যুদ্ধ ক্ষেত্রেও দুর্গের মধ্যে খাবার জলের জন্য একমাত্র ভরসা ছিল ভিস্তি৷ ঢাকায় যে টমটম গাড়ি চলত, তাতেও থাকত জল ভর্ত্তি মশক৷ এই মশক সাধারণত ছাগলের চামড়া দিয়ে তৈরী হত৷ মশক তৈরী করার জন্য লাগত বিশেষ দক্ষতা৷ ভিস্তিওয়ালারা কলকাতায় এক মশক জল বিক্রি করত ১০ থেকে ২০ টাকায়৷ অনেকে এই জল রান্না ও স্নানের জন্য ব্যবহার করতেন৷ শোনা যায়, ১৯৪০-৫০ সাল পর্য্যন্ত কলকাতার কিছু পথ, যেখানে ভূগর্ভ গঙ্গাজলের নল ছিল না, সেখানে ভিস্তির জল দিয়ে রাস্তা ধোয়ান হত৷

ভিস্তিরা সাহিত্যে বেশ বিখ্যাত৷

লাখোবার যায় যদি সে   যাওয়া তার ঠেকায় কিসে?
ভেবে তাই পাই নে দিশে নাই কি কিচ্ছু উপায় তার?"
এ কথাটা যেমনি বলা   রোগা এক ভিস্তিওলা
টিপ্ ক'রে বাড়িয়ে গলা প্রণাম করল দু'পায় তাঁর৷

- নেড়া বেলতলায় যায় ক'বার? / আবোল তাবোল / সুকুমার রায়

তখন বেগে ছুটিল ঝাঁকে ঝাঁক
মশক কাঁখে একুশ লাখ ভিস্তি৷
পুকুরে বিলে রহিল শুধু পাঁক,
নদীর জলে নাহিকো চলে কিস্তি৷

জুতা আবিষ্কার / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"রোজ মশক ভরে দুবেলা পানি দিয়ে যেত আমাদের বাড়িতে৷ ... কালো মোষের পেটের মতো ফোলা ফোলা মশক পিঠে বয়ে আনত ভিস্তি৷ তারপর মশকের মুখ খুলে পানি ঢেলে দিত মাটি কিংবা পেতলের কলসের ভেতর৷ মনে আছে ওর থ্যাবড়া নাক, মাথায় কিস্তি টুপি, মিশমিশে কালো চাপদাড়ি, আর কোমরে জড়ানো পানিভেজা গামছার কথা৷ ... একদিন পানির কল এলো আমাদের মাহুতটুলীর বাড়িতে৷ আর সেই সঙ্গে বিদায় নিল ভিস্তি৷" - বাংলাদেশী কবি শামসুর রহমান

বাদশা হুমায়ুন নাকি যুদ্ধের ময়দান থেকে একবার পালিয়ে যাচ্ছিলেন তখন এক ভিস্তি তাকে জল খাইয়ে এবং তাকে পালাতে সাহায্য করেছিল৷ বাদশা হুমায়ুন তাঁর ইচ্ছার কথা শুনতে চান৷ ভিস্তি সিংহাসনে বসতে চান৷ বাদশা হুমায়ুন তাকে প্রতিশ্রুতি দেন৷ পরে প্রতিশ্রুতি মোতাবেক এক ভিস্তিকে একদিনের জন্য রাজ সিংহাসনে বসান৷

এছাড়াও আছে রুডইয়ার্ড কিপলিং সাহেব লিখিত গঙ্গা দীন

এখন কলকাতা শহরে একটাই ভিস্তি পড়ে আছে, সেটা বেশ শক্ত পোক্ত, আশা করা যায় বেশ কিছুদিন থাকবে৷ এটা আছে City Centre, Salt Lake-এর সামনে।

জানিনা কোন পুরোনো বাড়িতে চামড়ার ভিস্তির ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে কি না৷

আজকাল যারা বোতলে করে mineral water সরবরাহ করে তাদের ভিস্তিওয়ালা বলা যাবে?